মামারবাড়ি গিয়াছিলাম । কখন গিয়াছিলাম তাহা ভুলিয়া গিয়াছি বলাই শ্রেয় । মামাবাড়ির পাশ দিয়া একখানা পথ গিয়াছে টুনিরহাট পর্যন্ত । জানালা দিয়া পথের অন্যপাশে একটি মিষ্টির দোকান দেখা অথবা পর্যবেক্ষণ করিয়া ফেলা যায়। দোকানটি ছয়খানা বাঁশের ওপর নিজের ভর চাপাইয়া অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় দাড়াইয়া আছে । একজন মোটামোটি ভদ্রলোক মিষ্টি কিনিতেছিলেন, এমন সময় , এক নির্বোধ ছাগল , সকলের অগোচরে দোকানে ঢুকিয়া , সিঙ্গারার থালা হইতে একখানি সিঙ্গারা খাইতে শুরু করিল । তৎক্ষণাৎ থালাটি নিজেকে উল্টাইয়া দিয়া নিজের দায়িত্ব পালন করিলো এবং থালায় থাকা সিঙ্গারাগুলিও কিয়ৎবার মাটির ধূলোয় লুটোপুটি খাইলো । দোকানি তড়িৎ ছাগলটিকে তাড়াইয়া দিয়া সিঙ্গারাগুলি পূর্বের ন্যায় থালায় সাজাইয়া রাখিয়া দিলেন । ইশারায় সেই ভদ্রলোককে কাহাকেও না জানাইতে অনুরোধ করিলেন ।ইতিমধ্যে ৪-৫ জন বালক-বালিকা আসিয়া সিঙ্গারা কিনিয়া খাইয়া গেল । ভদ্রলোক কিছুই বলিলেন না , স্বজনপ্রীতি করিলেন । কিন্তু সেই মুহূর্তে ভদ্রলোকের নিজের পুত্র আসিয়া সিঙ্গারা খাইতে আবদার করিলো । অমনি তিনি বজ্রের ন্যায় ঝলকানি দিয়া বলিলেন, “বৎস, আমি তোমাকে বাজার হইতে ভালো সিঙ্গারা আনিয়া দিবো , তুমি এইক্ষনে গৃহে ফিরিয়া যাও।” তিনি এইটা বুঝিলেন না যে তিনি যেমনটি একখানা ঘটনা লুকাইয়াছেন, বাজারেও এমন ঘটনা ঘটিয়া থাকিতে পারে ।

তিনি আরেকটি জিনিস জানিতে পারিলেন না । দোকান হইতে চলিয়া যাইবার পর উনার সদাচঞ্চল পুত্রটি, মায়ের কাছ হইতে পাঁচটি টাকা লইয়া আসিয়া ঐ দোকান হইতেই সিঙ্গারা কিনিয়া লইয়া গেল ।

গপ্পোঃ সাধুতা-৩